الإبداع في بيان كمال الشرع وخطر الإبتداع

বিদ'আতের ভয়াবহতা

মূল :

শাইখ মুহাম্মাদ বিন সালিহ আল-উসাইমিন ﵀

অনুবাদ :

রায়হান কবীর বিন আব্দুর রহমান

দাওরা হাদীস, মাদরাসা মুহাম্মাদিয়া আরাবিয়া, ঢাকা

অনার্স-মাস্টার্স (ইসলামিক স্টাডিজ), কবি নজরুল সরকারী কলেজ, ঢাকা

কামিল (হাদীস), সরকারি মাদরাসা-ই-আলিয়া, ঢাকা

সম্পাদনা :

শাইখ আবু আহমাদ সাইফুদ্দিন বেলাল মাদানী

সম্পাদকের বাণী

যাবতীয় প্রশংসা লা-শারীক আল্লাহর জন্য। দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ নবী মুহাম্মদ ﷺ, তাঁর পরিবার ও সাহাবাগণের প্রতি।

বিশিষ্ট আলেমে দ্বীন শাইখ মুহাম্মাদ বিন সালিহ আল-উসাইমীন رحمه الله রচিত الإبداع في بيان الشرع وخطر الإبتداع বাংলা অনুবাদ “বিদআতের ভয়াবহতা” বইটি আমি শুরু থেকে শেষাবধি পাঠ করে প্রয়োজনীয় সম্পাদনা করলাম, আলহামদু লিল্লাহ।

বইটির কলেবর ছোট্ট হলেও গুরুত্বের দিক বিবেচনায় তা যে অনেক বড়, সেটা বলার অপেক্ষা রাখে না। তাই সকলকেই বইটি পাঠ করত সর্বপ্রকার বিদ‘আত হতে বিরত থাকতে এবং সুন্নাতের অনুসরণ করতে আহ্বান করছি। আল্লাহ সকলকে তাওফীক দান করুন।

হে আল্লাহ! মূল লেখক, অনুবাদকের সদিচ্ছা, শ্রম ও প্রকাশকের উদ্দ্যোগ কবুল করুন।

স্বাক্ষর

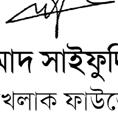

আবু আহমাদ সাইফুদ্দিন বেলাল

মাকারেম আল-আখলাক ফাউন্ডেশন, উত্তরা, ঢাকা

শাইখ মুহাম্মাদ বিন সালিহ আল-উসাইমিন ﵀ এর সংক্ষিপ্ত জীবনী

নাম : আবু আব্দিল্লাহ মুহাম্মাদ বিন সালিহ বিন মুহাম্মাদ বিন সুলাইমান বিন আব্দুর রহমান আল-উসাইমিন।

জন্ম : ১৩৪৭ হিজরীর ২৭শে রমাযান মোতাবেক ১৯২৭ খ্রিষ্টাব্দে, সৌদি আরবের আল-কাসীম প্রদেশের উনাইযা নগরীতে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর চতুর্থ ঊর্ধ্বতন পুরুষ উসমান “উসাইমিন” রূপে পরিচিত ছিলেন। পরবর্তীতে এ শব্দটি উসাইমিনের নামের সাথে যুক্ত হয় এবং তিনি মুসলিম বিশ্বে “শাইখ উসাইমিন” নামেই সমধিক পরিচিতি লাভ করেন।[১]

শৈশব ও শিক্ষা জীবন : স্বীয় পিতা তাঁকে কুরআন মাজীদ শিক্ষার জন্য নানা আব্দুর রহমান বিন সুলাইমান আলে দামিগ ﵀ এর কাছে ভর্তি করে দেন। এখান থেকেই তাঁর প্রাথমিক শিক্ষা শুরু হয়। ১৪ বছর বয়সে মাত্র ৬ মাসে কুরআন মাজীদ মুখস্থ করেন। এ সময়ের মধ্যে অংক ও আরবি সাহিত্যের প্রাথমিক জ্ঞান অর্জন করেন। অতঃপর শাইখ মুহাম্মাদ বিন আব্দুল আযীয আল-মুতাওয়া ﵀ এর নিকট তাওহীদ, ফিক্হ আরবি ব্যাকরণ শিক্ষা গ্রহণের পর উনাইযার খ্যাতিমান আলিম শাইখ আব্দুর রহমান বিন নাসির আস-সাদির (মৃত ১৩৭৬ হি.) দারসে যোগদান করেন। সুদীর্ঘ ১৬ বছর যাবৎ তিনি তাঁর নিকট তাফসীর, হাদীস, সীরাত, তাওহীদ, ফিক্হ প্রভৃতি বিষয়ে ইলম অর্জন করেন। তাছাড়া শাইখ আব্দুর রাযযাক আফীফীর নিকট নাহু ও বালাগাত এবং শাইখ আব্দুর রহমান বিন আলী বিন আওদান ﵀ এর নিকট ফারায়েজ ও ফিক্হ অধ্যয়ন করেন।[২]

উচ্চ শিক্ষার জন্য রিয়াদ গমন : শাইখ ১৩৭২ হিজরীতে উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য রিয়াদের “আল-মা‘হাদুল ইলমী”তে ভর্তি হন। এখানে তিনি তাফসীরে

১. ওয়ালিদ বিন আহমাদ হুসাইন, আল জামি লি হায়াতিল আল্লামা মুহাম্মাদ বিন সালিহ আল উসাইমিন।–মদীনা মুনাওয়ারা : ১৪২২ হি./২০০২ খ্রি.পৃ. ১০, www.wikipedia.org]

২. মাজমূউ ফাতাওয়া ওয়া রাসায়িল ফাযিলাতিশ শাইখ মুহাম্মাদ বিন সালিহ আল উসাইমিন –রিয়াদ : দারুস সুরাইয়া, ২য় প্রকাশ, ১৪১৪ হি./১৯৯৪ খ্রি., ১/৯, আল-জামি পৃ. ৪৮-৪৯

আযওয়াউল বায়ান এর লেখক আল্লামা শানকীতী, শাইখ আব্দুল আযীয বিন নাসির বিন রশীদ, আব্দুর রহমান আফ্রীফী প্রমুখের নিকট বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা অর্জন করেন।

এ সময় তিনি শাইখ বিন বায (১৯৯৯ খ্রি.) এর নিকট সহীহ বুখারী, ফিক্হ এবং ইবনু তাইমিয়া ﷺ এর কিছু কিতাব অধ্যয়ন করেন।[৩]

তিনি রিয়াদের ইমাম মুহাম্মাদ বিন সঊদ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের শরীআহ অনুষদ থেকে ১৩৭৭ হিজরীতে উচ্চতর ডিগ্রী অর্জন করেন।

কর্মজীবন : শাইখ ১৩৭০ হিজরীতে উনাইযার আল-জামিউল কাবীর- এ শিক্ষকতার মাধ্যমে কর্মজীবনের সূচনা করেন। রিয়াদের আল-মা‘হাদুল ইলমী থেকে ফারেগ হওয়ার পর ১৩৭৪ হিজরীতে উনাইযার আল-মা‘হাদুল ইলমীতে শিক্ষক হিসাবে নিযুক্ত হন। ১৩৯৮-৯৯ হিজরী শিক্ষাবর্ষ থেকে আজীবন তিনি ইমাম মুহাম্মাদ বিন সঊদ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের আল-কাসীম শাখার শরীআহ অনুষদে পাঠ দান করেন। দাওয়াতি কাজ হিসাবে সঊদী আরবের বিভিন্ন নগরীতে দাওয়াতী সফর, গ্রন্থ প্রকাশ, রেডিও ও টেলিফোনের মাধ্যমে ইউরোপ-আমেরিকাসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বক্তব্য পেশ, রমাযান মাস ও গ্রীষ্মকালীন ছুটির সময় মাসজিদে হারাম ও মাসজিদে নববীতে দারস প্রদান, বিভিন্ন বিষয়ে ফতোয়া প্রদান, আল-কাসীম এলাকায় বিচারকার্যসহ দাওয়াতী কর্ম অব্যাহত রাখেন।

বিভিন্ন পরিষদের সদস্য : তিনি ছাত্রদের শিক্ষাদান ও দাওয়াতী কাজের প্রচন্ড ব্যস্ততা সত্ত্বেও ১৪০৭ হিজরী থেকে আজীবন সঊদী আরবের সর্বোচ্চ উলামা পরিষদ ﴿هيئة كبار العلماء﴾ ও ইমাম মুহাম্মাদ বিন সঊদ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা পরিষদের সদস্য, একই বিশ্ববিদ্যালয়ের আল-কাসীম শাখার শরীআহ অনুষদের সদস্যসহ বিভিন্ন পরিষদের সদস্য হিসাবে সুনামের সাথে দায়িত্ব পালন করেন।

শাইখের মাযহাব : শাইখ উসাইমিন ﷺ মাসআলা গবেষণার ক্ষেত্রে মুজতাহিদগণের মাসলাকের বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছেন। তিনি নির্দিষ্ট কোনো মাযহাবের তাকলীদে বিশ্বাস করতে না। বরং দলীলের আলোকে যে মতটি গ্রহণযোগ্য মনে করেছেন, সেটিকেই প্রাধান্য দিয়েছেন।

---

৩. আব্দুর রহমান বিন ইউসুফ আর-রহমাহ আল-ইনজাদ ফী তারজামাতিল ইমাম আব্দুল আযীয বিন বায– রিয়াদ : দারু ইবনিল জাওযী, ১৪২৮ হি.

হাম্বলী মাযহাবের “যাদুল মুসতাকনি” গ্রন্থের ভাষ্য “আশ-শারহুল মুমতি” এর “পবিত্রতা অধ্যায়ে ৮৯টি মাসআলায় হাম্বলী মাযহাবের বিপরীত মত প্রকাশ করেছেন। শাইখের জীবদ্দশায় ৮ খণ্ডে প্রকাশিত উক্ত গ্রন্থের মোট ৯৫০টি মাসআলায় তিনি হাম্বলী মাযহাবের দ্বিমত করেছেন। তিনি বলতেন–

شيخ الإسلام ابن تيمية محبوب إلينا لكن الحق أحب إلينا منه-

শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া আমাদের প্রিয়পাত্র। কিন্তু হক তাঁর চেয়ে আমাদের নিকট অনেক বেশি প্রিয়।[৪]

শাইখের গ্রন্থাবলী : তিনি শতাধিক গ্রন্থ রচনা করেছেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো, মাজমূউ ফাতাওয়া ও রাসাইল (১৬ খণ্ড পর্যন্ত প্রকাশিত হয়েছে, যা ৩০ খণ্ডে সমাপ্ত হওয়ার কথা) ফাতহু যিল যালালি ওয়াল ইকরাম (এটি বুলূগুল মারামের ব্যাখ্যাগ্রন্থ, ১০ খণ্ডে প্রকাশিত), আল-শারহুল মুমতি, আল-কওলুল মুফীদ আলা কিতাবিত তাওহীদ (৩ খণ্ড), শারহুল আকীদা আল ওয়াসেতিয়া, মাজালিসু শাহরি রমাযান, আল উসূল মিন ইলমিল উসূল, শারহু সালাসাতিল উসূল, শারহু কাশফিশ শুবহাত, মামযূমাতু উসূলিল ফিক্হ প্রভৃতি।

মৃত্যু : ১৪২১ হিজরীর ১৫ই শাওয়াল মোতাবেক ২০০১ সালের ১০ই জানুয়ারী রোজ বুধবার মাগরিবের কিছু পূর্বে ৭৪ বছর বয়সে জেদ্দা নগরীতে ইন্তেকাল করেন। পরের দিন মাসজিদুল হারামে জানাযার সালাত আদায়ের পর মক্কার আল-আদল কবরস্থানে স্বীয় শিক্ষক শাইখ বিন বাযের পাশে দাফন করা হয়।[৫] মৃত্যুর সময় তিনি পাঁচ ছেলে ও তিন মেয়ে রেখে যান।

৪. আল-জামি, পৃ. ৭৬, ১০৩-১০৪
৫. আল-জামি, পৃ. ১৭৯

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

দুটি কথা

আল্লাহ রাব্বুল ‘আলামীনের জন্য-ই একমাত্র প্রশংসা। দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক শেষ নবী মুহাম্মাদ ﷺ এর উপর, তাঁর পরিবারবর্গ ও কিয়ামত পর্যন্ত কল্যাণশীল ব্যক্তিদের উপর।

মানুষ ইবাদত বন্দেগী ও যাবতীয় ভাল কর্ম করে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য। কিন্তু ইবলিস শয়তান মানুষের ইবাদত বন্দেগীর মধ্যে গোঁজামিল ঢুকিয়ে দেয়ার চেষ্টা চালায়। মানুষের ইবাদতগুলোর মাঝে কিভাবে ভেজাল ঢুকানো যায় সর্বদা এ চেষ্টা চালিয়ে যায় এবং সে অনেক ক্ষেত্রে সফলতাও অর্জন করে ফেলে। এর ফলে অনেক মানুষ ইবলিসের ধোঁকায় পড়ে নিরঙ্কুশ ইবাদত থেকে ছিটকে পড়ে। মানুষের এই দুর্দশার কারণ হল, কুরআন ও সহীহ সুন্নাহ থেকে দূরে সরে যাওয়া। বিশুদ্ধ হাদীসের আমল বাদ দিয়ে যঈফ হাদীসের উপর আমল করা। যখনই মানুষ উভয় প্রকার হাদীসের উপর আমল করার চেষ্টা করবে তখনই ইবলিস শয়তান বিজয় লাভ করবে। যঈফ হাদীসকে আমল করানোর জন্য ইবলিস সর্বদা মানুষের অন্তরে উস্কানি দিতে থাকে; ফলে এক পর্যায়ে সে মনে মনে অনুভব করে, এটিও তো হাদীস, হোক না কেন যঈফ, তাতে সমস্যা কী! এটাও তো রাসূল ﷺ-এর হাদীস। আর এভাবেই একজন সহজ-সরল ব্যক্তি নিজের অজান্তে ইবলিসের জালে আটকা পড়ে, আমলগুলো নষ্ট করে ফেলে এবং এ কারণেই মানুষ সহীহ হাদীসের আমল থেকে দূরে সরে যাচ্ছে; অথচ সে অনুভবও করতে পারে না। তাই দেখা যায়, আজ সমাজে বিভিন্ন রকমের বিদ‘আতী আমলের প্রচার-প্রসার হচ্ছে।

সম্মানিত লেখক বইটির নাম দিয়েছেন,

الإبداع في بيان كمال الشرع وخطر الإبتداع

আলোচ্য বইটিতে সম্মানিত লেখক শাইখ মুহাম্মাদ বিন সালিহ আল-উসাইমিন ﷀ বিদ‘আত এবং এর ভয়াবহতা সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেছেন। যেখানে উদাহরণ দেয়া প্রয়োজন সেখানে তিনি তা তুলে ধরেছেন।

দু’-এক স্থানে পাঠকদের বোঝার সুবিধার্থে বন্ধনির মধ্যে সংক্ষিপ্ত আলোচনা সংযোজন করা হয়েছে। বিশেষ করে বিদ‘আতের পরিচয় যা সম্মানিত লেখক আলোচনা করেননি। আর দ্বিতীয় অংশে বিদ‘আতের অন্যান্য বিষয়াবলী তুলে ধরা হয়েছে যা পাঠকদের অনেক উপকারে আসবে বলে আশা করি।

পরিশেষে সকলকে উদাত্ত আহ্বান জানাই, আসুন কুরআন ও সহীহ হাদীসের উপর আমল করে পরকালিন মুক্তির উপায় খুঁজি।

রায়হান কবীর বিন আব্দুর রহমান

সূচিপত্র

ভূমিকা	11
বিদ‘আতের পরিচয়	18
আভিধানিক অর্থে বিদ‘আত	18
শরীয়তের পরিভাষায় বিদ‘আত	18
বিদ‘আতের প্রকারভেদ	20
উমার ﵁ কর্তৃক তারাবীর জামাত চালুকরণ	28
শরীয়তের ৬টি বিষয় একত্রিত না হলে কোন আমল অনুসরণীয় নয়	36
সমাজে প্রচলিত কতিপয় বিদ‘আতসমূহ	42
শবে বরাত	42
শবে বরাতের রাত্রে আল্লাহ্ দুনিয়ার আসমানে নেমে আসেন	45
শবে বরাতের ফযীলত সম্পর্কে বানোয়াট হাদীস	48

শবে বরাতের রাতে রূহের আগমন	49
শবে মিরাজ উদযাপন	50
শবে মিরাজ সম্পর্কে মনীষীদের মন্তব্য	50
জাহিলী যুগের প্রথার অনুসরণ	52
শবে মিরাজকে কেন্দ্র করে বিদ‘আতি ইবাদত	53
মিরাজের করণীয় এবং শিক্ষণীয়	54
মীলাদ প্রসঙ্গ	55
রাসূল ﷺ এর জন্ম তারিখ	59
রাসূল ﷺ নিজেই তাঁর জন্মদিনকে ইবাদতের মাধ্যমে পালন করেছেন মর্মে ভ্রান্ত আকীদা	60
ক্বিয়াম করা প্রসঙ্গ	61
মীলাদ সম্পর্কে বিভিন্ন ওলামাদের অভিমত	62
কতিপয় প্রচলিত বিদ‘আত	63
অন্যান্য বিষয়ে বিদ‘আত	67
বিদ‘আত সম্পর্কে বিভিন্ন মনীষীদের মতামত	68
অনুবাদকের অন্যান্য বই	71

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

ভূমিকা

প্রশংসা মাত্রই মহান আল্লাহর জন্য। আমরা তাঁর প্রশংসা করি, তাঁর নিকট তাওবা, সাহায্য এবং ক্ষমা প্রার্থনা করি এবং আমাদের আত্মার অনিষ্টতা-অমঙ্গল ও যাবতীয় মন্দ কর্ম থেকে তাঁর নিকট আশ্রয় চাই। তিনি যাকে হেদায়েত দান করেন তাকে কেউ পথভ্রষ্ট করতে পারে না। আর তিনি যাকে হিদায়াতের তাওফীক না দেন, তাকে কেউ হেদায়েত করতে সক্ষম নয়। আমি আরও সাক্ষ্য প্রদান করছি, আল্লাহ ব্যতীত সত্য কোনো মা‘বূদ নেই। তিনি এক, তাঁর কোনো অংশিদার নেই। আমি সাক্ষ্য প্রদান করছি, মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর বান্দা ও তাঁর প্রেরিত রাসূল।

আল্লাহ তাঁকে সত্য হিদায়াত এবং সত্য দ্বীনসহ পাঠিয়েছেন। ফলে তিনি রিসালাতের দায়িত্ব পৌঁছে দিয়েছেন এবং যে আমানত ছিল তাঁর উপর তা তিনি সঠিকভাবে আদায় করেছেন।

তিনি স্বীয় উম্মতকে সুন্দরভাবে নসিহত করে গেছেন আর উক্ত কাজগুলো তিনি মৃত্যুর আগ পর্যন্ত বাস্তবায়ন করে গেছেন। আর তাঁর উম্মতকে রেখে গেছেন এমন (কণ্টকমুক্ত) শুভ্র রাস্তার উপর যার রাত্রি দিনের সূর্যের আলোর ন্যায় উজ্জ্বল। যে ব্যক্তি এ ব্যাপারে বাঁকা পথ অবলম্বন করেছে সে-ই ধ্বংস হয়েছে। এতে তিনি মুসলিম জাতির যাবতীয় বিষয় বর্ণনা করেছেন এমনকি আবু যার رضي الله عنه বলেন–

«مَا تَرَكَ طَائِرًا يقلبُ جَنَاحَيْهِ فِي السَّمَاءِ إِلَّا ذَكَرَ لَنَا مِنْهُ عِلْمًا»

“আকাশে যে সকল পাখি উড়ে বেড়ায় তার মাঝে যে জ্ঞান আছে সেগুলোও নবী ﷺ আমাদেরকে বর্ণনা করেছেন।”[৬]

৬. মুসনাদ আহমাদ, ২১৬৮৯, সিলসিলা সহীহাহ, ১৮০৩

এক মুশরিক সালমান ফারসী ﷺ কে বলেন– তোমাদের নবী তোমাদেরকে সব বিষয়ে শিক্ষা দেয়? এমনকি প্রাকৃতিক প্রয়োজন সারার আদবসমূহ? তিনি বললেন, হ্যাঁ, রাসূল ﷺ আমাদেরকে ক্বিবলা দিকে প্রস্রাব-পায়খানা করতে এবং তিনটি পাথরের কমে ইস্তিঞ্জার ঢিলা ব্যবহার করতে এবং ডান হাত দ্বারা ইস্তিঞ্জার ঢিলা ব্যবহার করতে এবং গোবর ও হাড় দ্বারা ইস্তিঞ্জার ঢিলা ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন।[৭]

কুরআনুল কারীমের দিকে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যাবে যে, আল্লাহ তা‘আলা এতে দ্বীনের মৌলিক বিষয়সমূহ এবং দ্বীনের সমস্ত শাখা-প্রশাখা মাসআলাগুলো বর্ণনা করেছেন। তাওহীদের প্রকারসহ বর্ণনা করেছেন এবং মজলিসের আদব ও অনুমতি চাওয়ার আদবসহ বর্ণনা করেছেন।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন–

﴿يَآ أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا إِذَا قِيْلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوْا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوْا يَفْسَحِ اللهُ لَكُمْ﴾

“হে মু’মিনগণ! তোমাদেরকে যখন বলা হয়- ‘বৈঠক প্রশস্ত করে দাও’, তখন তোমরা তা প্রশস্ত করে দিবে, আল্লাহ তোমাদেরকে প্রশস্ততা দান করবেন।”[৮]

আল্লাহ বলেন–

﴿يَأَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَدْخُلُوْا بُيُوْتًا غَيْرَ بُيُوْتِكُمْ حَتّٰى تَسْتَأْنِسُوْا وَتُسَلِّمُوْا عَلٰٓى أَهْلِهَا ۚ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ﴿٢٧﴾ فَإِنْ لَّمْ تَجِدُوْا فِيْهَآ أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوْهَا حَتّٰى يُؤْذَنَ لَكُمْ ۖ وَإِنْ قِيْلَ لَكُمُ ارْجِعُوْا فَارْجِعُوْا هُوَ أَزْكٰى لَكُمْ ۚ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ ﴿٢٨﴾﴾

৭. মুসলিম, কিতাবুত ত্বাহারাত, হা. ২৬২
৮. সূরা মুজাদালাহ ৫৮ : ১১

“হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদের গৃহ ছাড়া অন্যের গৃহে প্রবেশ করো না, অনুমতি প্রার্থনা এবং গৃহবাসীদেরকে সালাম দেয়া ব্যতীত। এটাই তোমাদের জন্য কল্যাণকর যাতে তোমরা উপদেশ লাভ কর। সেখানে যদি তোমরা কাউকে না পাও, তাহলে তাতে প্রবেশ করবে না, যতক্ষণ না তোমাদেরকে অনুমতি দেয়া হয়। আর যদি তোমাদেরকে বলা হয়, ‘ফিরে যাও, তাহলে ফিরে যাবে, এটাই তোমাদের জন্য বেশি পবিত্র’। তোমরা যা কর সে সম্পর্কে আল্লাহ সবচেয়ে বেশি অবগত।”[৯]

আল্লাহ তা‘আলা পোশাকের বৈশিষ্ট্য এবং তা পরিধান করার আদব পর্যন্ত শিক্ষা দিয়েছেন।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন–

﴿وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَآءِ الّٰتِيْ لَا يَرْجُوْنَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَّضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجٰتٍۢ بِزِيْنَةٍ ؕ وَأَنْ يَّسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ﴾

“বয়স্কা নারীরা যারা বিয়ের আশা রাখে না, তাদের প্রতি কোন দোষ বর্তাবে না যদি তারা তাদের সৌন্দর্য প্রদর্শন না ক’রে তাদের (উপ্‌রি বা বহির্বাস) পোশাক খুলে রাখে। তবে এ থেকে বিরত থাকাই তাদের জন্য উত্তম।”[১০]

আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেন–

﴿يٰٓأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَآءِ الْمُؤْمِنِيْنَ يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيْبِهِنَّ ؕ ذٰلِكَ أَدْنٰىٓ أَنْ يُّعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا﴾

“হে নবী! তুমি তোমার স্ত্রীদেরকে, তোমার কন্যাদেরকে আর মু’মিনদের নারীদেরকে বলে দাও– তারা যেন তাদের চাদরের কিছু অংশ নিজেদের উপর টেনে দেয় (যখন তারা বাড়ীর বাইরে যায়), এতে তাদেরকে চেনা

৯. সূরা নূর ২৪ : ২৭-২৮

১০. সূরা নূর ২৪ : ৬০

সহজতর হবে এবং তাদেরকে উত্যক্ত করা হবে না। আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"[১১]

আল্লাহ তা'আলা বলেন-

﴿وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِيْنَ مِنْ زِيْنَتِهِنَّ ۚ وَتُوْبُوْآ إِلَى اللهِ جَمِيْعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُوْنَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ﴾

"আর তারা যেন নিজেদের গোপন শোভা সৌন্দর্য প্রকাশ করার জন্য সজোরে পদচারণা না করে। হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহ্র নিকট তাওবাহ কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।"[১২]

অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন–

﴿وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوْتَ مِنْ ظُهُوْرِهَا وَلٰكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقٰى ۚ وَأْتُوا الْبُيُوْتَ مِنْ أَبْوٰبِهَا﴾

"তোমরা যে গৃহের পেছন দিক দিয়ে প্রবেশ কর, তাতে কোন পুণ্য নেই, বরং পুণ্য আছে কেউ তাকওয়া অবলম্বন করলে, কাজেই তোমরা (সদর) দরজাগুলো দিয়ে গৃহে প্রবেশ কর।"[১৩]

(জাহিলী যুগে যখন লোকেরা ইহরাম বাঁধত তারা পিছনের দরজা দিয়ে ঘরে প্রবেশ করত। তখন আল্লাহ তা'আলা আয়াতটি নাযিল করেন।[১৪] ইমাম ইবনু কাসীর স্বীয় তাফসীর গ্রন্থে উল্লেখ করেন, অজ্ঞতার যুগে বহু সম্প্রদায়ের মধ্যে এ প্রথা চালু ছিল যে, যখন তারা সফরের উদ্দেশ্যে বের হত, তখন যদি কোন কারণবশত সফরকে অর্ধ সমাপ্ত অবস্থায় ছেড়ে ফিরে আসত তাহলে তারা দরজা দিয়ে গৃহে প্রবেশ করত না, বরং পিছন দিক দিয়ে আসত। অর্থাৎ ঘরের জানালা ও খিড়কি দিয়ে বা অন্য

১১. সূরা আহযাব ৩৩ : ৫৯
১২. সূরা নূর ২৪ : ৩১
১৩. সূরা বাক্বারাহ ২ : ১৮৯
১৪. বুখারী, অধ্যায় : কুরআনের তাফসীর, হা. ৪৫১২

কোন উপায়ে ঘরে প্রবেশ করত। এই আয়াত দ্বারা তাদেরকে ঐ কু-প্রথা থেকে বিরত রাখা হয়েছে। –অনুবাদক)[১৫]

এছাড়া আরো অনেক আয়াত রয়েছে যেখানে দ্বীন যে পূর্ণ ও ব্যাপক তা বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন দ্বীনে নতুন কিছু বৃদ্ধি করার প্রয়োজন নেই তেমনি দ্বীনের কোন অংশ বাদ দেয়াও জায়েয নেই। এ জন্য আল্লাহ তা‘আলা কুরআনের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বলেছেন–

﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ﴾

“আমি তোমার প্রতি এ কিতাব নাযিল করেছি যা প্রত্যেকটি বিষয়ের সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা।”[১৬]

সুতরাং মানুষের পরকালিন জীবন এবং ইহকালিন জীবন অতিবাহিত করার জন্য আল্লাহ তাঁর কুরআনে বিশদ বর্ণনা করেছেন। এটা কখনো সরাসরি বর্ণনা করেছেন যা রাসূল ﷺ মুখ দিয়ে উচ্চারণ করে বুঝে দিয়েছেন অথবা যেভাবে বুঝা যায় সেভাবে বর্ণনা করেছেন।

হে ভ্রাতৃবৃন্দ! কিছু কিছু লোক এ আয়াতে ﴿وَمَا مِنْ دَآبَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَآئِرٍ يَّطِيْرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّآ أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ ۚ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتٰبِ مِنْ شَيْءٍ﴾ “যমিনে যত বিচরণশীল প্রাণী রয়েছে এবং দু’ ডানাযোগে যা উড়ে বেড়ায় তারা তোমাদের ন্যায় একটি জাতি। (লাওহে মাহ্‌ফুয অথবা আল-কুরআন) কিতাবে আমি কোন কিছুই বাদ দেইনি।”[১৭]

﴿مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتٰبِ مِنْ شَيْءٍ﴾ আয়াতের এই অংশটুকুতে الْكِتٰبِ শব্দটি রয়েছে। আমরা জানি الْكِتٰبِ দ্বারা اَلْقُرْآنُ (আল-কুরআন) উদ্দেশ্য। কিন্তু এখানে اَلْكِتٰب দ্বারা উদ্দেশ্য হল ‘লাওহে মাহফূজ’। (যেমন তাফসীর ইবনু আব্বাস, তাফসীর কুরতুবীসহ প্রমুখ “লাওহ

১৫. ইবনু আবী হাতিম ১/৪০১

১৬. সূরা নাহল ১৬ : ৮৯

১৭. আনয়াম ৬ : ৩৮